IPDC FINANCE

জাগো উচ্ছ্বাসে

আর্থিক সাক্ষরতা সহায়ক পুস্তিকা

সূচিপত্র

অধ্যায়-১.১: আর্থিক পরিকল্পনা

আর্থিক পরিকল্পনা কী? আর্থিক পরিকল্পনা কেন করবেন? ০৭

সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা কীভাবে করা যায়? ০৭

বাজেট কী? ব্যক্তিগত বাজেট করার প্রক্রিয়া কী? ০৮

আর্থিক ডায়েরি কী? আর্থিক ডায়েরি রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? ০৮

অধ্যায়-১.২: সঞ্চয়

সঞ্চয় কী? সঞ্চয় কেন করবেন? ০৯

সঞ্চয় কীভাবে করা যায়? ০৯

সঞ্চয়ের টাকা কোথায় রাখবেন? ১০

সঞ্চয়ের মেয়াদ বেশি হলে কি লাভ বেশি হয়? ১০

অধ্যায়-১.৩: ব্যাংকিং

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কী? সবাই কি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে? ১১

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকার উপকারিতা কী? ১১

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়? ১২

কী কী ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা যায়? ১২

নমিনি কে? নাবালককে কি নমিনি করা যাবে? ১৩

কেওয়াইসি (KYC) কী? ১৩

১০ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (নো-ফ্রি অ্যাকাউন্ট) কী? ১৪

এই অ্যাকাউন্ট খুলে কী কী ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে? ১৪

এজেন্ট ব্যাংকিং ১৪

এজেন্ট ব্যাংকিং কী? ১৪

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিচালনা করা কতটা নিরাপদ? ১৪

অধ্যায়-১.৪: ঋণ/ বিনিয়োগ

ঋণ কী? ১৫

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কী কী ঋণ নেয়া যায়? ১৫

ঋণ গ্রহণে সতর্ক হওয়া কেন উচিত? কী ধরনের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন? ১৫

ব্যাংক থেকে কীভাবে ঋণ পাওয়া যায় এবং এতে কী পরিমাণ খরচ হয়? ১৬

ঋণের জন্য কোনো বন্ধক দিতে হয় কি?	১৬
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া ঋণ নির্ধারিত সময়ের পরে পরিশোধ করলে কী সমস্যা হবে?	১৬
বিনিয়োগ	১৭
বিনিয়োগ কী?	১৭
কম ঝুঁকিপূর্ণ আর্থিক পণ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্র কী কী?	১৭
সঞ্চয়পত্র	১৮
পরিবার সঞ্চয়পত্র	১৮
৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১৮
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১৯
কারা ক্রয় করতে পারবেন?	১৯
সঞ্চয়পত্র মুনাফা বা মূল অর্থ কীভাবে গ্রহণ করা যাবে?	১৯
সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে সাধারণত কী কী কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়?	১৯
দুর্ভাগ্যবশত যদি সঞ্চয়পত্রের মালিকের মৃত্যু হয়, তাহলে ওই অর্থ ওঠাতে নমিনির কী করতে হবে?	১৯
সঞ্চয়পত্র কোথা থেকে ক্রয় করা যায়?	১৯
বন্ড	২০
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	২০
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কী?	২০
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কারা ক্রয় করতে পারবেন?	২০
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের সুবিধা কী?	২০
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ সীমা কত?	২০
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড কোথায় পাওয়া যাবে?	২০
ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	২১
ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কী?	২১
কারা ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ক্রয় করতে পারবেন?	২১
ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের সুবিধা কী?	২১
ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ সীমা কত?	২১
ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কোথায় পাওয়া যাবে?	২১
ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	২২
ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কী?	২২
ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কারা ক্রয় করতে পারবেন?	২২
ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সুবিধা কী?	২২

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে বিনিয়োগ সীমা কত? ২২
ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কোথায় পাওয়া যায়? ২২
বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড ২৩
বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল ২৪
বৈশিষ্ট্য কী? ২৪
কারা ক্রয় করতে পারবেন? ২৪
ক্রয়ের পদ্ধতি কী? ২৪
বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড ২৫
বৈশিষ্ট্য কী? ২৫
কারা ক্রয় করতে পারবেন? ২৫
ক্রয়ের পদ্ধতি কী? ২৫
বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড ২৬
বৈশিষ্ট্য কী? ২৬
কারা ক্রয় করতে পারবেন? ২৬
ক্রয়ের পদ্ধতি কী? ২৬
বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি সুকুক ২৬
বৈশিষ্ট্য কী? ২৬
কারা ক্রয় করতে পারবেন? ২৬
ক্রয়ের পদ্ধতি কী? ২৬

অধ্যায়-২.১: আর্থিক সেবা গ্রহণ

প্রান্তিক কৃষক ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সেবা/পণ্য ২৭
১০ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের জন্য বিশেষ কী ঋণ সুবিধা আছে? ২৭
৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় সর্বোচ্চ কত টাকা ঋণ পাওয়া যাবে? ২৭
এ ঋণের সুদ/মুনাফার হার কত? ২৭
কৃষি ঋণ ২৮
কোন কোন খাতের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ দেওয়া হয়? ২৮
কৃষি ঋণের সুদের হার কত? ২৮
শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংকিং বা স্কুল ব্যাংকিং ২৯
স্কুল ব্যাংকিং কী? ২৯
স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট কারা খুলতে পারবে? ২৯

স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট খুললে কী সুবিধা পাওয়া যাবে? ২৯
কটেজ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (CMSME) জন্য আর্থিক সেবা ৩০
CMSME মানে কী? ৩০
CMSME ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কত? ৩০
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে CMSME ঋণ নিতে কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন? ৩১
CMSME ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন হয়? ৩১
এসএমই উদ্যোক্তারা কি কোনো কর রেয়াত (Tax Rebate) পাবেন? ৩২
একজন এসএমই উদ্যোক্তার সাধারণত কী যোগ্যতা থাকা আবশ্যক? ৩২
সিএমএসএমই ঋণের ব্যাপারে কোনো তথ্যের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে? ৩২
নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা ৩৩
নারী উদ্যোক্তা কারা? ৩৩
ঋণ পাওয়ার জন্য একজন নারী উদ্যোক্তার কী করা প্রয়োজন? ৩৩
নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণের সুদের হার কত? ৩৪
নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন? ৩৪
নারী উদ্যোক্তাদের ঋণবিষয়ক পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি? ৩৪
নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কোনো বিশেষ ডেস্ক আছে কি? ৩৫
নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কী কী আর্থিক সুবিধা/ঋণের ব্যবস্থা আছে? ৩৫
শ্রমজীবী প্রবাসী/অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ৩৬
প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে কী ধরণের বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্ট খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন? ৩৬
বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী? ৩৬
বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ কারা? ৩৬

অধ্যায়-৩.১: অনুমোদিত ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনগুলো? ৩৭
অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩৭
ব্যাংক ছাড়া আর কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক? ৩৭
আর্থিক প্রতিষ্ঠান কী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনগুলো? ৩৮
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের কার্যক্রমের পার্থক্য কী? ৩৮
এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কী ধরনের আর্থিক সেবা পাওয়া যায়? ৩৮

অধ্যায়-৪: মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ৩৯

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস অ্যাকাউন্ট) অ্যাকাউন্ট কী?	৩৯
এমএফএস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কী কী কাগজপত্র দরকার হয়?	৪০
এমএফএস অ্যাকাউন্ট কীভাবে খোলা যায়?	৪০
একজন ব্যক্তি কি একাধিক এমএফএস অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন?	৪০
কারা এই সেবা পেতে পারেন?	৪০
কোন প্রতিষ্ঠানগুলো এমএফএস সেবা দিচ্ছে?	৪১
MFS অ্যাকাউন্টে লেনদেনের জন্য কি স্মার্টফোন দরকার হয়?	৪১
এমএফএস এর মাধ্যমে কী কী সেবা পাওয়া যায়?	৪১
পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (পিন) বা পাসওয়ার্ড কী?	৪২
মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট কী?	৪২
ব্যক্তিগত রিটেইল এমএফএস অ্যাকাউন্ট কী? ব্যক্তিগত রিটেইল এমএফএস অ্যাকাউন্টধারীগণ কি নিজ ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত সাধারণ মোবাইল অ্যাকাউন্ট খুলতে/চালু রাখতে পারবেন?	৪২
MFS অ্যাকাউন্ট এবং লেনদেন নিরাপদ রাখার পদ্ধতি কী?	৪২
MFS অ্যাকাউন্টে কি বিদেশ থেকে আসা রেমিটেন্সের অর্থ জমা করা যায়?	৪২
একজন গ্রাহক MFS অ্যাকাউন্টে কত টাকা রাখতে পারেন ও লেনদেন করতে পারেন?	৪৩
এমএফএস সেবার ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ থাকলে গ্রাহক কোথায় যোগাযোগ করবে?	৪৩
ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল	৪৪
BACH কী?	৪৪
কী কী কারণে চেক ফেরত দেয়া হয়?	৪৪
Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)	৪৫
BEFTN কী?	৪৫
বিইএফটি এর উপকারিতা/সুবিধাসমূহ কী?	৪৫
BEFTN এর মাধ্যমে কোন কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায়?	৪৫
National Payment Switch Bangladesh (NPSB)	৪৬
NPSB কী?	৪৬
ইন্টার-অপারেবল POS কী?	৪৬
ইন্টার-অপারেবল ATM কী?	৪৭
ATM-এ সর্বোচ্চ কত টাকা ওঠানো যায়?	৪৭
পেমেন্ট কার্ড কী?	৪৭
পেমেন্ট কার্ড কত প্রকার ও কী কী?	৪৭
Payment Services Provider (PSP) and Payment System Operator (PSO)	৪৮

ব্যাংক ও MFS ছাড়া আর কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিশোধ সেবা প্রদান করে? ৪৮
PSO কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে? ৪৮
PSP কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে? ৪৮
কীভাবে PSP এবং PSO লাইসেন্স পাওয়া যায়? ৪৮
Real Time Gross Settlement (RTGS) ৪৯
BD-RTGS সিস্টেম কী? ৪৯
BD-RTGS সিস্টেমে কী কী ব্যাংকিং সুবিধা আছে? ৪৯
বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক থেকে BD-RTGS এর মাধ্যমে অর্থ লেনদেন সম্ভব? ৪৯
BD-RTGS ব্যবস্থায় গ্রাহক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত টাকা লেনদেন করতে পারেন? এবং এ ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে সর্বোচ্চ চার্জ কত? ৪৯
BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর পদ্ধতি কী? ৪৯
BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে দেরি হলে কিংবা ব্যর্থ হলে এর সমাধান কী? ৪৯

অধ্যায়-৫: আর্থিক সেবাবিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তি ও ভোক্তার ক্ষমতায়ন

আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া ৫০
তফসিলি ব্যাংকের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহকস্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি কী কী? ৫১
ভোক্তার ক্ষমতায়ন ৫২
আর্থিক সেবা গ্রহণে নাগরিক সচেতনতা ৫২
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ ৫৩

অধ্যায় ১.১

আর্থিক পরিকল্পনা

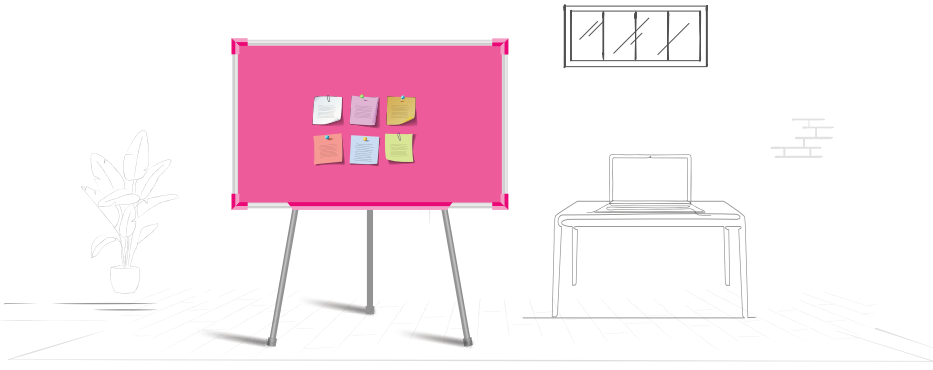

আর্থিক পরিকল্পনা কী? আর্থিক পরিকল্পনা কেন করবেন?

আর্থিক পরিকল্পনা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, আপনার বর্তমান আয় কত এবং ভবিষ্যতের আয় কতটুকু বাড়তে পারে বা কতটুকু কমতে পারে। এর ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ ব্যয় এবং সঞ্চয়ের হিসাব আগে থেকে প্রস্তুত করাকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়।

আয় বুঝে ব্যয় করাই মূলত আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আর্থিক পরিকল্পনায় বর্তমান আয় এবং সম্ভাব্য আয়ের উৎস চিহ্নিত করা, ভবিষ্যতে ব্যয় কী হতে পারে, কোন কোন খাতে এ ব্যয় হতে পারে, তা চিহ্নিত করা যায়। নিরাপদ ভবিষ্যৎ এবং আকস্মিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রত্যেকের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা কীভাবে করা যায়?

সঠিক বাজেট ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার মাধ্যমে সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা করা যায়। যেমন:

বাজেট কী? ব্যক্তিগত বাজেট করার প্রক্রিয়া কী?

বাজেট হলো আয় ও ব্যয়ের সঠিক পরিকল্পনা এবং আয়ের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরিকল্পনা। ধাপে ধাপে করলে:

আর্থিক ডায়েরি কী? আর্থিক ডায়েরি রাখার প্রয়োজনীয়তা কী?

প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব যেখানে লিখে রাখি, সেটাই হচ্ছে আমাদের আর্থিক ডায়েরি। এই তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে আমরা কম্পিউটার বা মোবাইলের মাধ্যমে আরো সহজেই ভার্চুয়াল আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করতে পারি। আর্থিক ডায়েরি আর্থিক পরিকল্পনা করতে এবং প্রতি মাসে কত টাকা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ব্যয় হচ্ছে, সে সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়তা করে। পরবর্তী সময়ে খাত ভেদে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যৎ আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষমতা অর্জন করা যায়।

অধ্যায় ১.২

সঞ্চয়

সঞ্চয় কী? সঞ্চয় কেন করবেন?

আয়ের টাকা থেকে সব ধরনের খরচ মিটিয়ে যেটুকু টাকা বাড়তি থাকে, সেটিকেই সঞ্চয় বলে। প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য ক্রয়, সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা জীবনের নানা টানাপোড়েনে যেমন করোনাকালে চাকুরি হারানো, এ ধরনের সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়।

সঞ্চয় কীভাবে করা যায়?

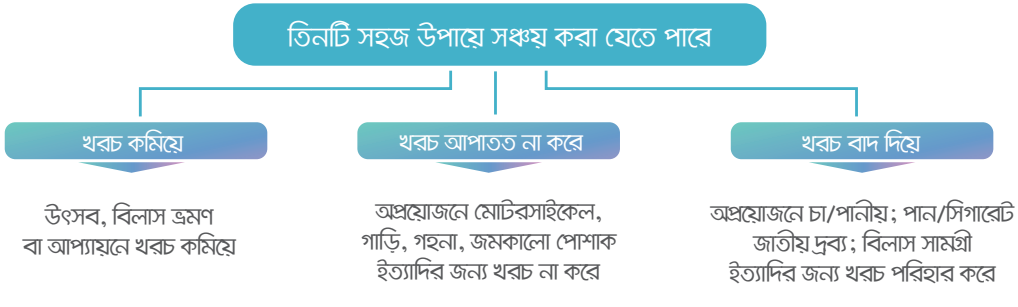

সঞ্চয়ের টাকা কোথায় রাখবেন?

আমরা বিভিন্ন জায়গায়, যেমন মাটির ব্যাংকে, আলমারিতে সঞ্চয়ের টাকা সংরক্ষণ করি। বহুদিন এভাবে টাকা রাখলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন ইঁদুর টাকা কেটে ফেলতে পারে বা চুরি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া বাড়িতে টাকা সঞ্চয় করলে তেমন লাভ হবে না। টাকা সঞ্চয়ের সবচেয়ে লাভবান জায়গা হলো ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ব্যাংকে সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট খুললে একদিকে যেমন সুরক্ষিত থাকবে, সময়ের সাথে সাথে সুদ বা মুনাফা সহকারে তা পরিমাণেও বাড়বে। এবং প্রয়োজনে যেকোনো সময় তা উত্তোলনও করা যাবে। এছাড়া, সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করাও নিরাপদ ও লাভজনক।

সঞ্চয়ের মেয়াদ বেশি হলে কি লাভ বেশি হয়?

যত বেশি দিন ধরে সঞ্চয়ের টাকা জমানো হবে, সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং চক্রবৃদ্ধি হারে লাভের পরিমাণও বেশি হবে। তাই স্বল্পমেয়াদি সঞ্চয়ের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ে লাভ সব সময়ই বেশি।

সঞ্চয়ের মেয়াদভেদে মোট জমাসহ লাভের পরিমাণ কেমন হতে পারে, সে বিষয়ে একটু ধারণা লাভ করি। ধরি, একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি ২০ বছর থেকে আয় শুরু করে এবং ৬০ বছর পর্যন্ত আয় করে:

সঞ্চয়ের শুরু	যখন ২০ বছর বয়সে	যখন ৩০ বছর বয়সে	যখন ৪০ বছর বয়সে
মাসিক সঞ্চয় যদি হয়	১,৫০০ টাকা	১,৫০০ টাকা	১,৫০০ টাকা
তাহলে ৬% হারে ৬০ বছর বয়সে মোট সঞ্চয় হবে	২৮,৭৫,৪৪৫.২১ টাকা	১৪,২৮,৮৮৪.৭০ টাকা	৬,৮৩,৪৬৮.৬৫ টাকা

ব্যাংকিং

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কী? সবাই কি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে?

ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।

মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক, সরকার অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম বয়সী) শিক্ষার্থী ও রেজিস্টার্ড এনজিওর সহায়তায় কর্মজীবী শিশুরাও প্রত্যেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকার উপকারিতা কী?

- প্রথমত, জমানো টাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে (চুরি-ডাকাতি বা আগুনে পুড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না)
- যেকোনো সময় টাকা উত্তোলন করা যায়
- জমা টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক মুনাফা/সুদ পাওয়া যায়
- অনলাইন ব্যাংকিংয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো জায়গায় টাকা পাঠানো যায়
- যেকোনো পাওনা টাকা, বিদ্যুৎ/পানি বিল ও স্কুল ফি ইত্যাদি পরিশোধ করা যায়
- সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট থেকে এক বা একাধিক মেয়াদি আমানত খোলা অধিক লাভজনক
- মেয়াদি আমানতের কিস্তি/ইনস্যুরেন্সের এর প্রিমিয়াম প্রদান করা যায়;
- ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার, গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ নেয়া যায়
- রেমিটেন্স সহজে উত্তোলন করা যায়
- সরকারি ভাতার টাকা গ্রহণ করা যায়

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়?

বর্তমানে ব্যাংকে না গিয়েও কোনো ব্যাংকের অ্যাপ ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব। যেকোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে সাধারণত নিম্নলিখিত কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়

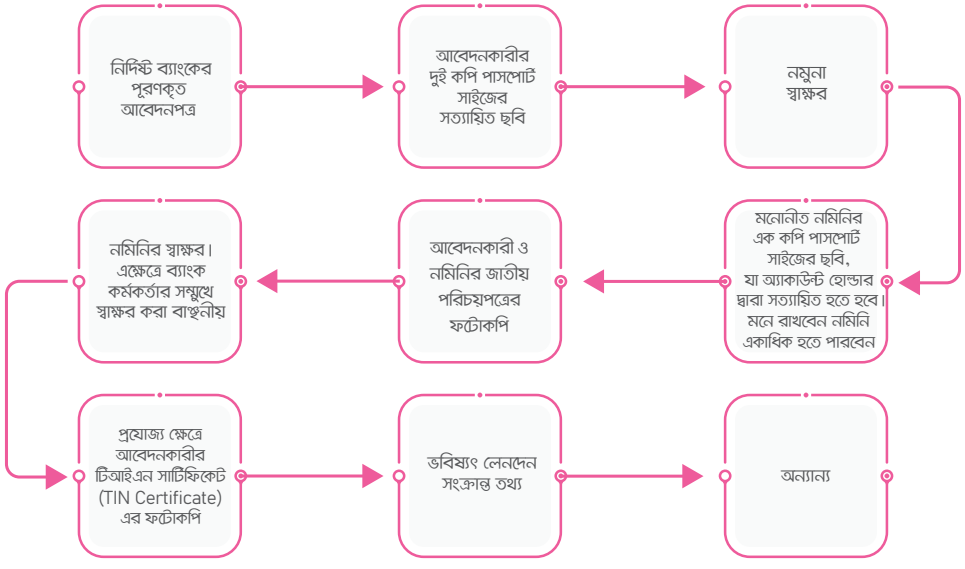

কী কী ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা যায়?

সাধারণত তিন ধরনের আমানত অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ধরন	পার্থক্য	সুবিধা
চলতি আমানত অ্যাকাউন্ট (কারেন্ট ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট)	প্রতিষ্ঠানের নামে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে খোলা হয়	প্রতিদিন একাধিকবার টাকা জমা/উত্তোলন করা যায়
সঞ্চয়ী আমানত অ্যাকাউন্ট (সেভিংস ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট)	কোনো ব্যক্তির নামে খোলা অ্যাকাউন্ট	প্রতিদিন টাকা জমা করা এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার উত্তোলন এবং এই আমানতের উপর ভিত্তি করে ব্যাংক সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে
মেয়াদি আমানত অ্যাকাউন্ট (টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট)	সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টাকা জমা রাখার জন্য খোলা হয়	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা রাখার কারণে এই আমানত থেকে সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়। মেয়াদি আমানত বন্ধক রেখে এর বিপরীতে ঋণও গ্রহণ করা যায়।

নমিনি কে? নাবালককে কি নমিনি করা যাবে?

অ্যাকাউন্ট হোল্ডার একজন বা অধিক ব্যক্তিকে নমিনি বাছাই করে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। আর নমিনি হলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মৃত্যুর পর তার আমানতের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

নাবালককেও নমিনি করা যাবে। তবে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের মৃত্যুকালে আমানতের অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে উক্ত নাবালকের অভিভাবকের সহযোগিতা লাগবে।

কেওয়াইসি (KYC) কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে ব্যাংককে গ্রাহক সম্পর্কে সম্যক তথ্য জানাতে হয়, যেন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের ঝুঁকি পরিমাপ করতে পারে। এর জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সময় গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট ছকে নিজের তথ্যাদি পূরণ করে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। এটিকেই কেওয়াইসি বলা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে বায়োমেট্রিক (হাতের আঙুলের ছাপ/আইরিশ স্ক্যানের মাধ্যমে) পদ্ধতিতে গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিই হলো ই-কেওয়াইসি।

১০ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট (নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট) কী?

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কম খরচে ব্যাংকিং সেবা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রম চালু করে। ব্যাংক শাখায়, উপশাখায় বা এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে মাত্র ১০/- টাকা প্রাথমিক জমাকরণের মাধ্যমে যে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়, সেটাই ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব বা No-Frill Account (NFA) নামে পরিচিত এবং এ ধরনের অ্যাকাউন্ট খুলতে ও পরিচালনা করতে কোনো চার্জ বা ফি নেয়া হয় না।

এই অ্যাকাউন্ট খুলে কী কী ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে?

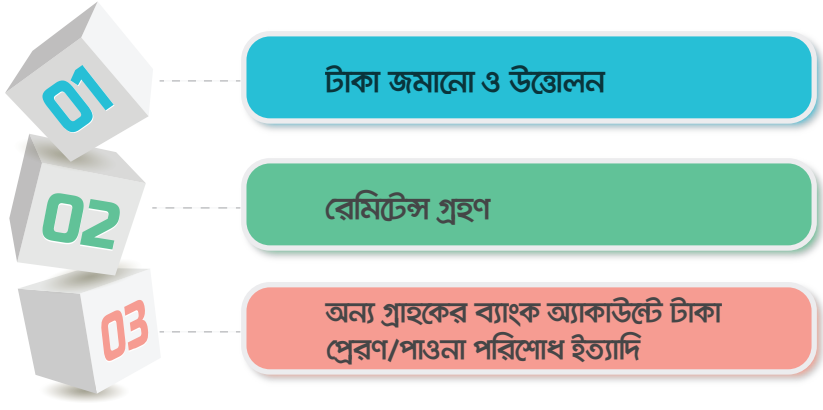

এজেন্ট ব্যাংকিং

এজেন্ট ব্যাংকিং কী?

নির্দিষ্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে, তারাই ব্যাংকের এজেন্ট।

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিচালনা করা কতটা নিরাপদ?

এজেন্ট আউটলেটে লেনদেন আইসিটিভিত্তিক হওয়ায় এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিচালনা করা সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, এজেন্ট ব্যাংকটি অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত হতে হবে।

ঋণ/বিনিয়োগ

ঋণ কী?

যখন আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হয়, তখন বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য আত্মীয় বা ব্যাংক থেকে টাকা ধার করতে হয়, সেটিই ঋণ।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কী কী ঋণ নেয়া যায়?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের ঋণ নেয়া যায়। যেমন কৃষি ঋণ, বাড়ি নির্মাণ ঋণ, শিক্ষা ঋণ ইত্যাদি।

ঋণ গ্রহণে সতর্ক হওয়া কেন উচিত? কী ধরনের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন?

সাধারণত ঋণের অর্থ সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। বর্তমান আয় ব্যবস্থা থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে কি না, তা বিবেচনা করে ঋণ নেয়া উচিত। তাছাড়া ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা সময়মতো পরিশোধ করতে না পারলে ঋণখেলাপি হয়ে যেতে হয়। এর ফলে, কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আর ঋণ দেবে না। একজন ব্যক্তি যদি কৃষিকাজের জন্য বছরে ৯% সরল সুদে ২০,০০০ টাকার ঋণ নেন এবং তা দিয়ে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে ৮০,০০০ টাকা পান, তাহলে বছর শেষে ঋণের সুদসহ আনুমানিক মোট (২০,০০০/- + ১,৮০০/-) ২১,৮০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ আয় হিসেবে বেঁচে যাবে। তাই যে খাতগুলো আয় বৃদ্ধি করে, শুধু সেসব খাতের জন্য ঋণ নেয়া উচিত। তবে প্রয়োজনে সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ নেয়া যায়, যা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

ব্যাংক থেকে ঋণ কীভাবে পাওয়া যায় এবং এতে কী পরিমাণ খরচ হয়?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে হলে ঋণের উদ্দেশ্য জানিয়ে একটি আবেদন করতে হয়। ফরমে দেওয়া তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র ব্যাংক ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে। নথিপত্র ও গ্রাহকের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা যাচাই করে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করবে এবং তা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

ঋণ নেয়া টাকার ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদের পরিমাণ ঠিক করা হয়, যা মূলত ঋণের খরচ। তবে ঋণের সুদ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আরও কিছু সার্ভিস চার্জ বা ফি দিতে হয়।

ঋণের জন্য কোনো বন্ধক দিতে হয় কি?

আপনি কী ধরনের ঋণ এবং কী উদ্দেশ্যে নেবেন, এর ওপর নির্ভর করবে বন্ধকের বিষয়টি। বড় অঙ্কের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে রাখতে হয়, যেমন: জমি, বাড়ি ইত্যাদি।

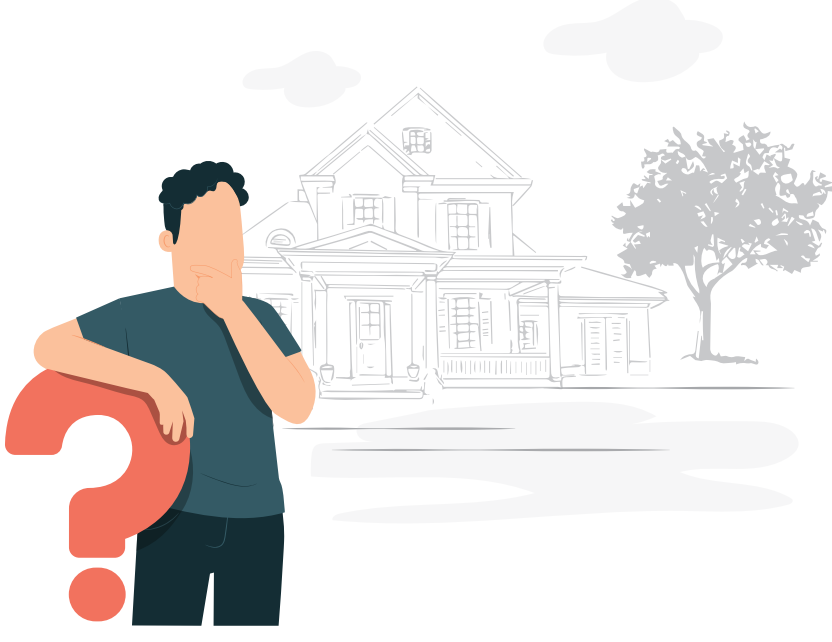

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া ঋণ নির্ধারিত সময়ের পরে পরিশোধ করলে কী সমস্যা হবে?

ব্যাংক ঋণদানের জন্য অন্যান্য আমানতকারীর টাকা ব্যবহার করে থাকে। যদি ঋণগ্রহীতা সময়মতো টাকা পরিশোধ না করে, তবে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আইনি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। সেসাথে সুদসহ ঋণের টাকা ফেরত নিতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের দেয়া জামানত বাজেয়াপ্ত করে ও পরবর্তী সময়ে বন্ধকি সম্পত্তি নিলামে তোলা হয়। অন্যদিকে ব্যাংকের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করা হলে নতুন নতুন গ্রাহককে ঋণ বা আগাম প্রদান করা সম্ভব হবে।

বিনিয়োগ

বিনিয়োগ কী?

লাভের আশায় টাকা কোথাও ব্যবহার করাকেই বিনিয়োগ বলা হয়। যেমন- জমি কেনা, ব্যবসায় খাটানো ইত্যাদি। তথ্যনির্ভর সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে লাভবান হওয়া যায় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায়। বিনিয়োগ করার আগে অবশ্যই তার ঝুঁকি নির্ণয় করে বিনিয়োগ করা উচিত।

বিনিয়োগের ক্ষেত্র	ঝুঁকির মাত্রা
ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট	কম
সরকারি সঞ্চয়পত্র/প্রাইজবন্ড	নাই
স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ: জমি, ফ্ল্যাট	মাঝারি
শেয়ারবাজার	অধিক

কম ঝুঁকিপূর্ণ আর্থিক পণ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্র কী কী?

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সঞ্চয়ী স্কিমে বিনিয়োগ করা কম ঝুঁকিপূর্ণ। তবে এ ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণও তুলনামূলক কম। এছাড়া, সরকার অনুমোদিত সঞ্চয়পত্র বা বন্ডে বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত। পাশাপাশি এতে লাভের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি।

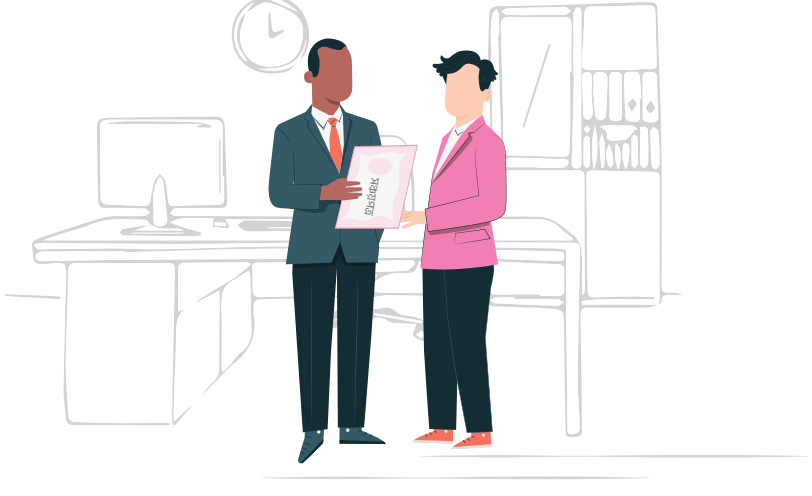

সঞ্চয়পত্র

৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

পরিবার সঞ্চয়পত্র

- মেয়াদ ৫ বছর
- মাসিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদান করা হয় ও মুনাফার হার ১১.৫২% (মেয়াদ শেষে)
- মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে, ন্যূনতম ১ বছর শেষ হওয়ার পর মুনাফা প্রদান করা হয়
- ১ লাখ টাকায় মোট মাসিক মুনাফা আসে ৯১২/- টাকা
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে
- একক নামে ৪৫.০০ লাখ টাকা
- ১৮ বা তদূর্ধ্ব বয়সী যেকোনো বাংলাদেশি মহিলা ও ৬৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সী বাংলাদেশি পুরুষ বা মহিলারা একক নামে পরিবার সঞ্চয়পত্রটি ক্রয় করতে পারবেন

৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র

- মেয়াদ ৩ বছর
- ১ লাখ টাকায় প্রতি তিন মাসে মুনাফা ২,৬২২ টাকা। মুনাফার হার ১১.০৪% (মেয়াদ শেষে)
- মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে, ন্যূনতম ১ বছর শেষ হওয়ার পর মুনাফা প্রদান করা হয়
- তিন মাস অন্তর মুনাফা প্রদান করা হয়
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে
- একক নামে ৩০.০০ লাখ টাকা
- যৌথ নামে ৬০.০০ লাখ টাকা
- প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি
- যৌথ নামে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি
- অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে, যৌথ নামে এক/দুজন নাবালক

পেনশনার সঞ্চয়পত্র

- ❒ মেয়াদ ৫ বছর
- ❒ ১ লাখ টাকায় প্রতি তিন মাস অন্তর মোট মুনাফা আসে ২,৯৪০ টাকা। মুনাফার হার ১১.৭৬% (মেয়াদ শেষে)
- ❒ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে, ন্যূনতম ১ বছর শেষ হওয়ার পর মুনাফা প্রদান করা হয়
- ❒ তিন মাস অন্তর মুনাফা প্রদান করা হয়
- ❒ ১ জুলাই, ২০১৪ তারিখ থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগে প্রাপ্ত সুদ উৎসে করমুক্ত
- ❒ একক নামে ৫০.০০ লাখ টাকা

কারা ক্রয় করতে পারবেন?

সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ, এলপিআর থেকে প্রাপ্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড ও এলপিআর শেষে অর্থাৎ চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত আনুতোষিকের টাকা দিয়ে পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে পারেন। এ সমস্ত চাকরিজীবীর পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তানরাও পেনশনার সঞ্চয়পত্র কিনতে পারেন।

৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, পরিবার সঞ্চয়পত্র, ৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পেনশনার সঞ্চয়পত্রের জন্য কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে সাধারণত কী কী কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়?

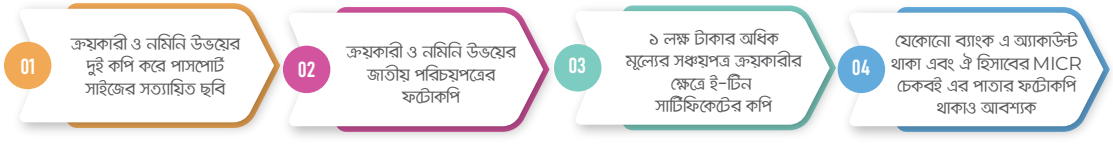

দুর্ভাগ্যবশত যদি সঞ্চয়পত্রের মালিকের মৃত্যু হয় তাহলে ঐ অর্থ উঠাতে নমিনির কী করতে হবে?

এক্ষেত্রে নমিনি অর্থ উঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাঁর নমিনি হওয়ার প্রমাণ প্রদান করতে হবে।

সঞ্চয়পত্র কোথা থেকে ক্রয় করা যায়?

- জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো
- বাংলাদেশ ব্যাংক (সদরঘাট ও ময়মনসিংহ অফিস ব্যতীত)
- সকল তফসিলি ব্যাংক (শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যতীত)
- পোস্টঅফিস

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বা মূল অর্থ কিভাবে গ্রহণ করা যাবে?

সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হলে ক্রয়কারীর মোবাইল নম্বরে নিশ্চিতকরণ SMS প্রেরণ করা হবে। সঞ্চয়পত্রের মূল/আসল ও মুনাফা (মেয়াদপূর্তিতে) ক্রয়কারীর নিজ ব্যাংক হিসাবে জমা হবে, পাশাপাশি মুনাফা/মূল অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত নিশ্চিতকরণ SMS সংশ্লিষ্ট গ্রাহক এর সরবরাহকৃত মোবাইল নম্বরে প্রেরণ করা হয়। তবে গ্রাহককে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরমে মোবাইল নম্বর ও ব্যাংক হিসাব এর তথ্য পূরণ করতে হবে ও MICR চেকের পাতার ফটোকপি ক্রয় ফরমের সাথে জমা দিতে হবে।

বণ্ড

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড কী?

- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড হচ্ছে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি এক প্রকার মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় বণ্ড।
- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড বাংলাদেশি টাকায় ইস্যু করা হয়।
- ২৫,০০০; ৫০,০০০; ১,০০,০০০; ২,০০,০০০; ৫,০০,০০০; ১০,০০,০০০ এবং ৫০,০০,০০০ টাকা মূল্যমানের ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড রয়েছে।
- বিদ্যমান মুনাফার হার মেয়াদান্তে ১২% যা ৬ মাস অন্তর উত্তোলনযোগ্য। মেয়াদ শেষে নগদায়ন করলে ষান্মাসিক চক্রবৃদ্ধি হারে (Compound Interest) মুনাফা পাওয়া যায়।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড কারা ক্রয় করতে পারবেন?

- প্রবাসী বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিদেশি নাগরিক নিজ নামে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড ক্রয় করতে পারেন। একইভাবে অন্যের নামেও এই বণ্ড ক্রয় করা যায়। এক্ষেত্রে আবেদনপত্রে তাঁর কর্তৃক উল্লিখিত ব্যক্তির নাম প্রদান করতে হবে।
- বিদেশে নিয়োজিত কর্মরত বাংলাদেশি সরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী।
- বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ডের সুবিধা কী?

- বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত থাকে।
- এই বণ্ডের মেয়াদপূর্তিতে আসল যতবার খুশি ততবার পুনঃবিনিয়োগ করা যাবে।
- মেয়াদপূর্তিতে আসল বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।
- বণ্ডধারক ৫৫ বছর বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যায়।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ডে বিনিয়োগ সীমা কত?

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বণ্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বণ্ডের সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড কোথায় পাওয়া যাবে?

দেশের সকল তফসিলি ব্যাংকের এডি (অথরাইজড ডিলার) শাখা, বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক শাখা এবং বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বণ্ড পাওয়া যাবে।

ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড

ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কী?

- ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত একটি বন্ড। এটি ৩ বছর মেয়াদী মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় বন্ড।
- ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড মার্কিন ডলারে ইস্যু করা হয়।
- এ বন্ড ইউএস ডলার ৫০০, ১০০০, ৫০০০, ১০,০০০ এবং ৫০,০০০ মূল্যমানের স্ক্রিপ্টে ক্রয় করা যায়।
- মেয়াদ শেষে মুনাফা ৬.৫% হারে প্রদান করা হয়, যা ৬ মাস অন্তর উত্তোলনযোগ্য। মুনাফা ইউএস ডলারে প্রদান করা হয়, তবে গ্রাহক চাইলে বাংলাদেশি টাকায় তা গ্রহণ করতে পারেন।

কারা ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ক্রয় করতে পারবেন?

যেকোনো প্রবাসী বাংলাদেশি বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিদেশি নাগরিকগণ নিজ নামে ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ক্রয় করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের বাংলাদেশস্থ কোনো ব্যাংকে ফরেন কারেন্সি (এফ.সি) অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে।

ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের সুবিধা কী?

- বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত থাকে।
- মেয়াদ শেষে আসল যতবার খুশি ততবার পুনর্বিনিয়োগ করা যায়।
- মেয়াদ শেষে আসল এবং অর্জিত মুনাফার সমমূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়। তবে এটি সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস অন্তর করা যাবে।
- বন্ডধারক ৫৫ বছর বয়সে বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যায়।

ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ সীমা কত?

- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ০১ (এক) কোটি টাকা বা তার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড কোথায় পাওয়া যাবে?

- দেশে সকল তফসিলি ব্যাংকের এডি শাখা, বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক শাখা এবং বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহে ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড পাওয়া যাবে।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কী?

- ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত একটি বন্ড। এটি এক প্রকার মুনাফাভিত্তিক ০৩ (তিন) বছর মেয়াদি সঞ্চয় বন্ড।
- ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড মার্কিন ডলারে ইস্যু করা হয়।
- এ ধরনের বন্ড ইউএস ডলার ৫০০, ১০০০, ৫০০০, ১০,০০০ এবং ৫০,০০০ মূল্যমানের স্ক্রিপ্টে ক্রয় করা যায়।
- মেয়াদ শেষে মুনাফা ৭.৫% হারে প্রদান করা হয় যা ৬ মাস অন্তর উত্তোলনযোগ্য। এই বন্ডের ক্ষেত্রে আসল ডলারে নেয়া হলেও মুনাফা শুধু বাংলাদেশি টাকায় প্রদান করা হয়।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কারা ক্রয় করতে পারবেন?

- যেকোনো প্রবাসী বাংলাদেশি বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিদেশি নাগরিকগণ নিজ নামে ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ক্রয় করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের বাংলাদেশস্থ কোনো ব্যাংকে ফরেন কারেন্সি (এফ. সি) অ্যাকাউন্ট থাকা লাগবে।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সুবিধা কী?

- বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং অর্জিত মুনাফা আয়করমুক্ত থাকে।
- মেয়াদ শেষে আসল যতবার খুশি ততবার পুনর্বিনিয়োগ করা যায়।
- মেয়াদ শেষে আসল বিদেশে ফেরত নেয়া যায়।
- বন্ডধারক ৫৫ বছর বয়সে বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা পাওয়া যায়।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে বিনিয়োগ সীমা কত?

- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা হলো ০১ কোটি টাকা বা তার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড কোথায় পাওয়া যায়?

- দেশে সকল তফসিলি ব্যাংকের এডি শাখা, বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক শাখা এবং বিদেশে কার্যরত বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের আওতাধীন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিসমূহে ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড পাওয়া যায় ।

বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড

বর্তমানে ১০০ টাকা মূল্যমানের বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড চালু রয়েছে। যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিক বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং পোস্ট অফিস থেকে প্রাইজবন্ড ক্রয় করতে পারবেন।

প্রাইজবন্ড ড্র বছরে চারবার অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর ড্র অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ নির্ধারিত আছে। নির্ধারিত তারিখে কোনো সরকারি ছুটি থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে ড্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সিরিজে ১ মিলিয়ন পিস (১০ লাখ) বন্ড থাকে। প্রতি সিরিজের জন্য ৪৬টি পুরস্কার নির্ধারিত থাকে। ১ম পুরস্কার থেকে ৫ম পুরস্কার পর্যন্ত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ: –

পুরস্কারের নাম	প্রতিটির মূল্য (টাকায়)	পুরস্কারের সংখ্যা	মোট মূল্য (টাকায়)
১ম পুরস্কার	৬,০০,০০০/–	১টি	৬,০০,০০০/–
২য় পুরস্কার	৩,২৫,০০০/–	১টি	৩,২৫,০০০/–
৩য় পুরস্কার	১,০০,০০০/–	২টি	২,০০,০০০/–
৪র্থ পুরস্কার	৫০,০০০/–	২টি	১,০০,০০০/–
৫ম পুরস্কার	১০,০০০/–	৪০টি	৪,০০,০০০/–

- ❒ সরকারি নীতি মোতাবেক প্রাইজবন্ডের পুরস্কারের ওপর ২০% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য।
- ❒ Core Banking এর মাধ্যমে পুরস্কারের অর্থ প্রাপকের ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রদান করা হয়।
- ❒ ড্রয়ের পুরস্কার বিজয়ী নম্বরের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bb.org.bd-এ প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল

ক) বৈশিষ্ট্য কী?

খ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

❒ বাংলাদেশি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল ক্রয় করতে পারবে। এছাড়া ভবিষ্য তহবিল, পেনশন তহবিল ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষও এই বিল ক্রয় করতে পারবে।

গ) ক্রয়ের পদ্ধতি কী?

❒ প্রাইমারি মার্কেট: প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নিলাম থেকে প্রাইমারি ডিলারদের মাধ্যমে ক্রয় করা যায়। প্রাইমারি ডিলার হলো নমিনেটেড ব্যাংক বা নমিনেটেড আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

❒ সেকেন্ডারি মার্কেট: যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যেকোনো সময় ক্রয় করা যায়।

বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড

ক) বৈশিষ্ট্য কী?

- বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি সরকারি সিকিউরিটিজ। এ বন্ডগুলোর মেয়াদ ১ বছরের কম হয়ে থাকে।
- ২, ৫, ১০, ১৫ এবং ২০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করা যায়।
- ট্রেজারি বিলের সুদের হার নিলামের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- প্রতি ছয় মাস পর নির্ধারিত হারে মুনাফা পাওয়া যায়। এবং মেয়াদ শেষে মূল টাকা ফেরত পাওয়া যায়।
- ০৩ বছর মেয়াদি ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড রয়েছে। এতে প্রতি তিন মাস পর ফ্লোটিং রেটে মুনাফা প্রদান করা হয়।
- ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার নিলামের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।
- ট্রেজারি বন্ড সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য।
- অকশনে এক লক্ষ টাকা বা এর যেকোনো গুণিতক অঙ্কের অভিহিত মূল্যে (face value) বিড দাখিল করা যায়।
- কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে এই বন্ড প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

দেশি যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্য তহবিল, পেনশন তহবিল ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করতে পারবে। পাশাপাশি অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি থেকে ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করতে পারবে। এছাড়া আসল এবং মুনাফা বিদেশে ফেরত নেয়া যাবে।

গ) ক্রয়ের পদ্ধতি কী?

- প্রাইমারি মার্কেট: প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নিলাম থেকে প্রাইমারি ডিলারদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করা যায়।
- সেকেন্ডারি মার্কেট: যেকোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যেকোনো সময় ক্রয় করা যায়।

বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক

ক) বৈশিষ্ট্য কী?

- ❒ শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী বন্ড।
- ❒ প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে সুকুকের চুক্তির প্রকৃতি (mode of investment) ও মেয়াদ নির্ধারিত হয়।
- ❒ প্রতি ছয় মাস পর মুনাফা পাওয়া যায় এবং মেয়াদ শেষে মূল টাকা ফেরত পাওয়া যায়।
- ❒ সুকুক অকশনে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা বা এর যেকোনো গুণিতক অঙ্কের অভিহিত মূল্যে (face value) বিড দাখিল করা যায়।
- ❒ কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসেবে আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে।

খ) কারা ক্রয় করতে পারবেন?

❒ নিবাসী অথবা অনিবাসী যেকোনো ব্যক্তি সুকুক ক্রয় করতে পারবেন। একইভাবে যেকোনো প্রতিষ্ঠানও সুকুক ক্রয় করতে পারবে। তবে প্রসপেক্টাসে উল্লিখিত শর্তাবলি অনুসারে লাভ অথবা ক্ষতি (যদি থাকে) গ্রহণে সম্মত থাকতে হবে। আসল এবং মুনাফা বিদেশে ফেরত নেয়া যাবে।

গ) ক্রয়ের পদ্ধতি কী?

- ❒ নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত নিলাম থেকে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সুকুক ক্রয় করা যায়।
- ❒ সুকুক সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয় এবং বিক্রয়যোগ্য।

আর্থিক সেবা গ্রহণ

প্রান্তিক কৃষক ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সেবা/পণ্য

১০ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের জন্য বিশেষ কী ঋণ সুবিধা আছে?

১০ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ডারগণ সহজ শর্তে ও অল্পসুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় এ ধরনের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারধারীদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার একটি পুন:অর্থায়ন স্কিম রয়েছে। মূলত প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধার করা বা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এই স্কিম চালু করা হয়েছে। ব্যাংকগুলো এ স্কিমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারীদের ঋণ প্রদান করে থাকে।

৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় সর্বোচ্চ কত টাকা ঋণ পাওয়া যাবে?

একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক দ্বারা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হবে।

এ ঋণের সুদ/মুনাফার হার কত?

ঋণের বিপরীতে

সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ

কৃষি ঋণ

কোন কোন খাতের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ দেওয়া হয়?

কৃষি ঋণের সুদের হার কত?

- ❒ সরাসরি ব্যাংক থেকে ৮% হার সুদে কৃষি ও পল্লী ঋণ পাওয়া যাবে।
- ❒ এমএফআই লিংকেজের আওতায় ব্যাংক পর্যায়ে সুদের হার ৮%।
- ❒ কৃষি খাতে 'বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম'-এর সুদের হার ৪%।
- ❒ আমদানি বিকল্প ফসল যথা- ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদি চাষে সুদের হার ৪%।
- ❒ কোভিডের প্রাদুর্ভাবের কারণে তৈরি হওয়া সঙ্কট মোকাবেলায় শস্য ও ফসল খাতের জন্য গঠিত স্কিমের সুদের হার হলো ৪%।
- ❒ দেশের পার্বত্য জেলাসমূহে কৃষি খাতে বিশেষ রেয়াতি সুদে মাত্র ৪% হারে ঋণ প্রদান করা হয়।
- ❒ পাট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে সুদের হার হলো ৭%।

শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাংকিং বা স্কুল ব্যাংকিং

স্কুল ব্যাংকিং কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক কার্যক্রমের পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্কুল ব্যাংকিং। শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে মূলত এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট কারা খুলতে পারবে?

সরকার অনুমোদিত যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো শিক্ষার্থী স্কুল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। মাত্র ১০০/- টাকা প্রাথমিক জমা প্রদান করে অভিভাবকের সহায়তায় এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। কোনো চার্জ বা ফি ছাড়াই এই অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা যায় এবং এর মাধ্যমে আকর্ষণীয় মুনাফাও পাওয়া যায়।

স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট খুললে কী সুবিধা পাওয়া যাবে?

- ❒ জমানো টাকা নিরাপদে থাকবে
- ❒ জমানো টাকার ওপর সুদ/মুনাফা যোগ হবে
- ❒ এটিএম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের যেকোনো এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠানো যাবে
- ❒ ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ফ্রি এসএমএস ব্যাংকিং বা অন্যান্য স্কিম ডিপোজিট করে জমানো টাকায় দীর্ঘমেয়াদি ও লাভজনক সঞ্চয় করা যাবে
- ❒ বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ করা যাবে
- ❒ ঝামেলাহীন উপায়ে স্কুলের বেতন দেওয়া যাবে
- ❒ শিক্ষাবিমা সুবিধা গ্রহণ করা যাবে
- ❒ প্রয়োজনে ঋণ সুবিধাও গ্রহণ করা যাবে এবং একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

কটেজ, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (CMSME) জন্য আর্থিক সেবা

CMSME মানে কী?

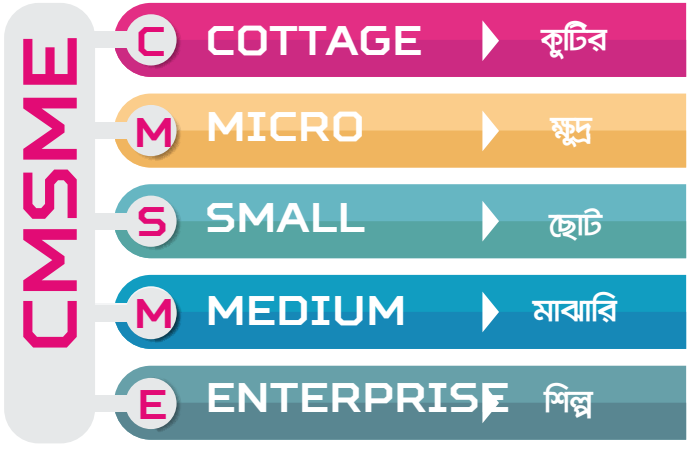

CMSME শিল্প বা ব্যবসায়িক উদ্যোগকে বোঝায়

CMSME ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কত?

- ❒ সাধারণত গ্রাহকের CMSME ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট খাতে ঋণের হার নির্ধারণ করে থাকে
- ❒ তবে সুদের হার সহনশীল মাত্রায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংককে সুদ বা মুনাফার হার নির্ধারণ করে দেয়
- ❒ কটেজ, মাইক্রো ও স্মল খাতে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে সর্বোচ্চ ৭% সুদহারে ঋণ প্রদানের নির্দেশনা আছে

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে CMSME ঋণ নিতে কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন?

নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র থাকলেই CMSME ঋণের জন্য আবেদন করা যায়:

- ❒ হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স
- ❒ জাতীয় পরিচয়পত্র
- ❒ ব্যবসা নিজ জমিতে হলে জমির দলিল এবং বিদ্যুৎ/টেলিফোন বিলের কপি
- ❒ দোকান/ঘর ভাড়া চুক্তিনামা; করদাতা শনাক্তকরণ সার্টিফিকেট (eTIN)
- ❒ মজুদকৃত মাল ও তার বর্তমান মূল্যের তালিকা
- ❒ ঋণের আবেদনকারী এবং জামিনদার উভয়ের পাসপোর্ট সাইজ ছবি। এছাড়া জামিনদার ব্যবসায়ী হলে তার ট্রেড লাইসেন্সের কপি ও পূরণকৃত CIB Inquiry Form
- ❒ চলমান ব্যবসা হলে বিগত ১-৩ বছরের বিক্রয় ও আর্থিক বিবরণী
- ❒ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস
- ❒ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর সার্টিফিকেট (ভ্যাট সার্টিফিকেট)
- ❒ IRC ও IRE সার্টিফিকেট (আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার ক্ষেত্রে)

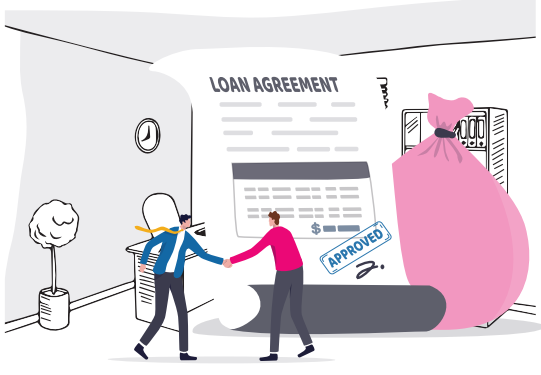

CMSME ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন হয়?

- ❒ কটেজ, মাইক্রো, স্মল খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় নতুন উদ্যোক্তাগণ ১০ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ পেতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রে উদ্যোগের প্রকৃতি এবং উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার যাচাই এবং ব্যাংকারের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ককেও বিবেচনায় রাখা হয়।
- ❒ এছাড়া, এসএমই ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নোক্ত জামানতসমূহ প্রয়োজন হয়

এসএমই উদ্যোক্তারা কি কোনো কর রেয়াত (Tax Rebate) পাবেন?

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি-২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর সুবিধা বাখার কথা উল্লেখ আছে।
- ২০১৩-১৪ সালের বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বার্ষিক টার্নওভার সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর মওকুফ করা হয়েছে।

একজন এসএমই উদ্যোক্তার সাধারণত কী যোগ্যতা থাকা আবশ্যক?

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অর্থায়ন পেতে হলে সাধারণত

তবে নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক জ্ঞান ও সফলতার সম্ভাবনা বিবেচনা করে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দিয়ে থাকে।

সিএমএসএমই ঋণের ব্যাপারে কোনো তথ্যের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে?

সিএমএসএমই ঋণসংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে যেকোনো তথ্য ও পরামর্শ পেতে কিংবা ঋণ গ্রহণে হয়রানির শিকার হলে এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের প্রবলেম সল্যুশন সেন্টার (Problem Solution Center) এ সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত অফিস চলাকালীন সকাল ১০.৩০ থেকে বিকেল ০৫.৩০ পর্যন্ত ০২-৯৫৩০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা

নারী উদ্যোক্তা কারা?

ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী কিংবা অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে কমপক্ষে ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক নারী হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঋণ পাওয়ার জন্য একজন নারী উদ্যোক্তার কী করা প্রয়োজন?

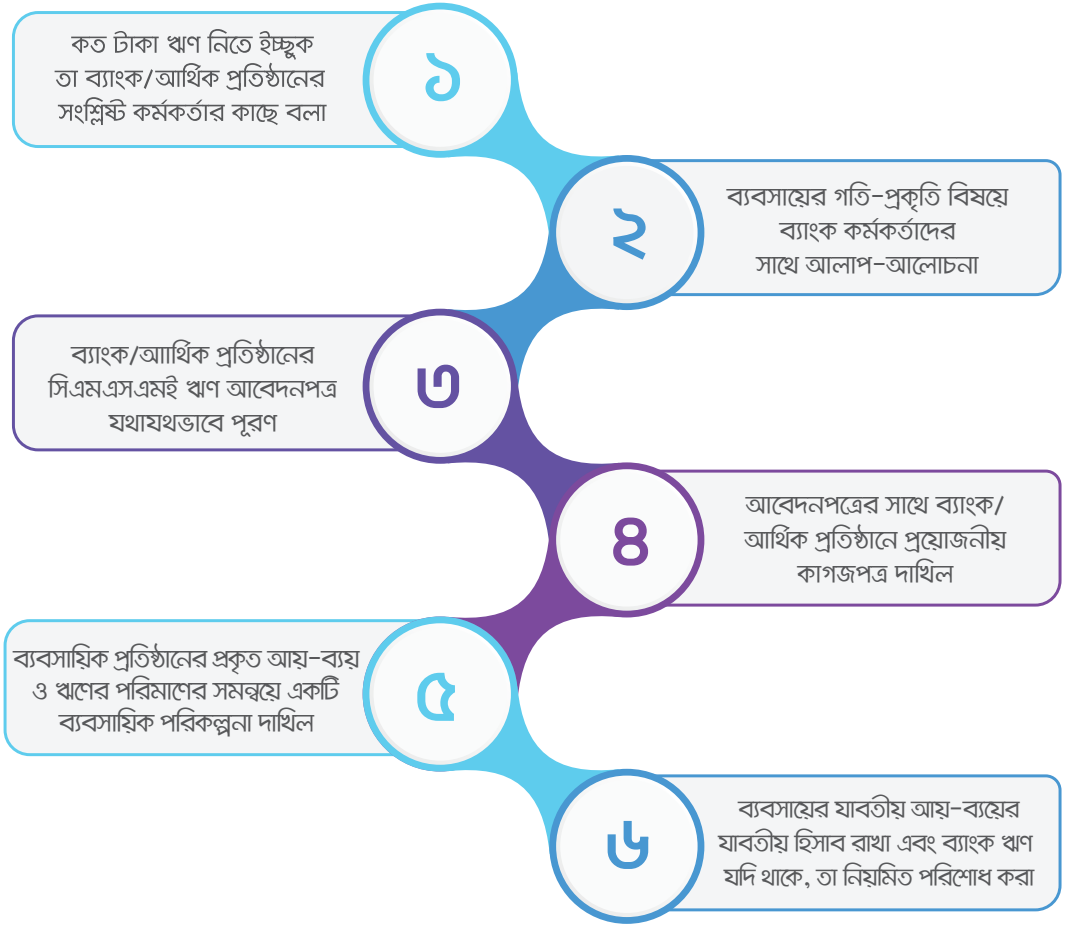

নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণের সুদের হার কত?

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৭% হার সুদ/মুনাফায় ঋণ দেয়া হয়।

নারী উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণ পেতে কী কী জামানত প্রয়োজন?

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি আবশ্যক।

নারী উদ্যোক্তাদের ঋণবিষয়ক পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রধান কার্যালয় বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে নারী উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া নারী উদ্যোক্তাগণকে যাবতীয় ব্যবসাবিষয়ক সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্যে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি শাখায় Women Entrepreneur Dedicated Desk স্থাপন করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কোনো বিশেষ ডেস্ক আছে কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স ডিপার্টমেন্টে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা, প্রমোশনাল কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়নসহ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি মনিটরিং, মূল্যায়ন ও তদারকি করা হয়।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কী কী আর্থিক সুবিধা/ঋণের ব্যবস্থা আছে?

- ❒ **পুনঃঅর্থায়ন** স্কিমের সমস্ত অর্থের ন্যূনতম ১৫% নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে
- ❒ **পুনঃঅর্থায়ন** স্কিমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৭% সুদহার নির্ধারণ করা হয়েছে
- ❒ প্রধান কার্যালয় বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট নারী উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবাবান্ধব আচরণ নিশ্চিত করে থাকে
- ❒ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধু ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা নারী বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নারী উদ্যোক্তা হতে হবে
- ❒ প্রধান কার্যালয় বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট নারী উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ পরামর্শ ও সেবাবান্ধব আচরণ নিশ্চিত করে থাকে
- ❒ Women Entrepreneur Dedicated Desk নারী উদ্যোক্তাগণকে যাবতীয় পরামর্শ ও ব্যবসা সহায়ক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে
- ❒ নারী উদ্যোক্তাদেরকে অধিক হারে উৎসাহিত করতে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ০১ বছর মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ০৩ মাস এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ০৩/০৬ মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হয়
- ❒ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রতিটি শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ৩ জন আগ্রহী নারী উদ্যোক্তাকে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ০১ জনকে কুটির, মাইক্রো অথবা ক্ষুদ্র খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে।

শ্রমজীবী প্রবাসী/অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন

প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্ট খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন?

ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অ-নিবাসী চলতি ও মেয়াদি জমা অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা যায়

এসব অ্যাকাউন্টের মুনাফা বা সুদসহ অবাধে বিদেশেও প্রত্যাবাসন করা যায়

বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?

- ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমেও বাংলাদেশে রেমিটেন্স পাঠানো যায়। পাঠানো রেমিটেন্স/চেক/ড্রাফট/টিটি/এমটি ইত্যাদি শুধু বাংলাদেশে ব্যবসারত কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ।
- ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের যেকোনো পন্থা (যেমন অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রম) অবলম্বন দন্ডনীয় অপরাধ। এবং তা Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় পড়বে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ কারা?

- বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক শাখা বা অনুমোদিত ডিলার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার
- অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক ও লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার ছাড়া অন্য কোনো পক্ষের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আওতায় দন্ডনীয় অপরাধ।

অনুমোদিত ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনগুলো?

অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (www.bb.org.bd) থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

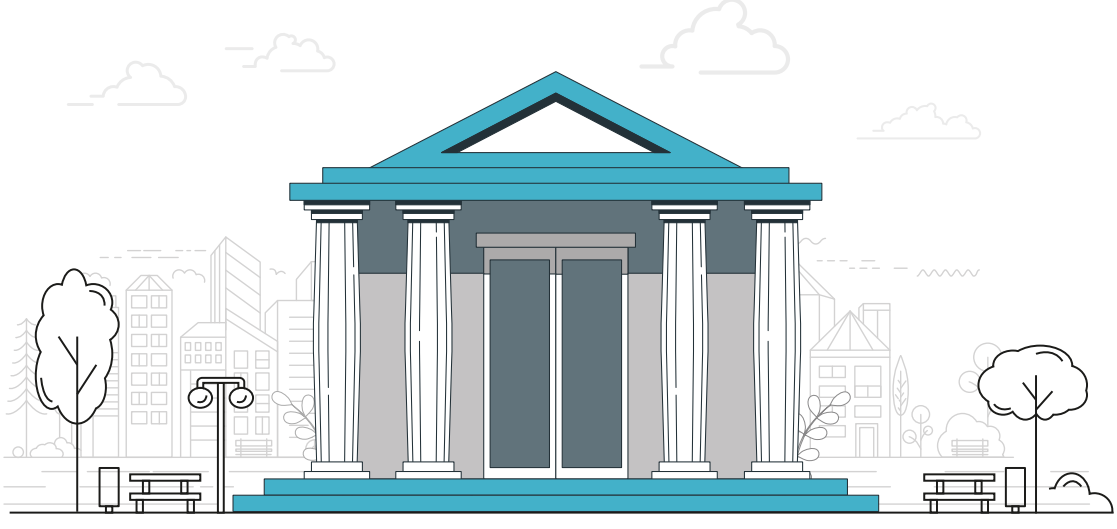

অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাংক ছাড়া আর কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক?

অনুমোদিত ব্যাংক ছাড়াও দেশে কার্যরত সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (Non-Bank Financial Institutions) নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনগুলো?

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। সাধারণত মার্চেন্ট ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানি, মিউচুয়াল অ্যাসোসিয়েশন, মিউচুয়াল কোম্পানি, লিজিং কোম্পানি এবং বিল্ডিং সোসাইটিসমূহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ৬১টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (www.bb.org.bd) অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা দেয়া আছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের কার্যক্রমের পার্থক্য কী?

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংকের মতো নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম করতে পারবে না:

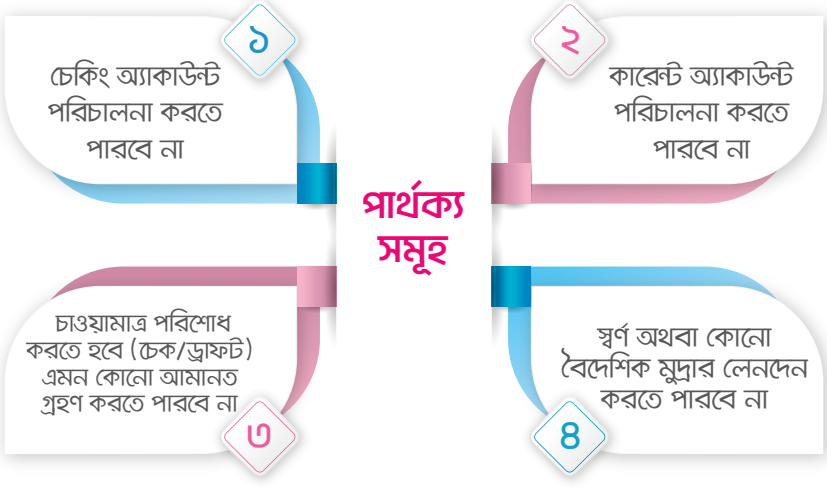

এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কী ধরনের আর্থিক সেবা পাওয়া যাবে?

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংকের মতো নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম করতে পারবে না:

- ❒ মেয়াদি আমানত (Term Deposit) অ্যাকাউন্ট যেমন ডিপিএস বা এফডিআর
- ❒ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি বা গৃহায়নের জন্য ঋণ
- ❒ ক্রেডিট কার্ড
- ❒ সরকার বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা থেকে ইস্যুকৃত শেয়ার স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টক
- ❒ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইজারা, সেই সাথে কিস্তিবন্দী লেনদেনের ব্যবসা সুবিধা

অধ্যায় ৪

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস অ্যাকাউন্ট) অ্যাকাউন্ট কী?

একটি মোবাইল নম্বরের বিপরীতে অর্থ লেনদেনের জন্য যে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়, সেটিই MFS অ্যাকাউন্ট। এই সার্ভিসের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে জমাকৃত অর্থ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে।

এমএফএস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কী কী কাগজপত্র দরকার হয়?

এমএফএস অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য যেকোনো অপারেটরের একটি সক্রিয় ও রেজিস্টার্ড সিম, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও গ্রাহকের সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দরকার। তবে ইলেকট্রনিক উপায়ে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেও তাৎক্ষণিকভাবে এ অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।

এমএফএস অ্যাকাউন্ট কীভাবে খোলা যায়?

MFS সেবাদানকারীর প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত এজেন্টের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবি জমা দিয়ে বা নিজে স্মার্টফোন ব্যবহার করে।

একজন ব্যক্তি কি একাধিক এমএফএস অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন?

একজন ব্যক্তি প্রতিটি MFS সেবাদানকারীর সাথে একটি করে MFS অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। তবে একই ব্যক্তি একই সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে একাধিক MFS অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না।

কারা এই সেবা পেতে পারেন?

দেশের যেকোনো নাগরিক (১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের) MFS সেবাদানকারী ব্যাংক বা তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে MFS অ্যাকাউন্ট খুলে এই সেবা পেতে পারেন।

কোন প্রতিষ্ঠানগুলো এমএফএস সেবা দিচ্ছে?

২০২১ সাল পর্যন্ত ৯টি ব্যাংক এবং ৩টি ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান (বিকাশ, উপায়, ট্যাপ) বর্তমানে এই সেবা দিচ্ছে।

MFS অ্যাকাউন্টে লেনদেনের জন্য কি স্মার্টফোন দরকার হয়?

স্মার্টফোন বা সাধারণ মোবাইল দিয়ে MFS অ্যাকাউন্ট খোলা বা লেনদেন করা যায়।

এমএফএসের মাধ্যমে কী কী সেবা পাওয়া যায়?

পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (পিন) বা পাসওয়ার্ড কী?

এটি একটি অতিগোপনীয় নাম্বার, যা অ্যাকাউন্ট খোলার পর গ্রাহক নিজে নির্ধারণ/সেট করেন, যা সব ধরনের লেনদেনে প্রয়োজন হয়।

মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট কী?

মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট হলো একটি বাণিজ্যিক অ্যাকাউন্ট, যার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যবসায়ী/মার্চেন্ট ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনা করতে পারেন।

ব্যক্তিগত রিটেইল এমএফএস অ্যাকাউন্ট কী? ব্যক্তিগত রিটেইল এমএফএস অ্যাকাউন্টধারীগণ কি নিজ ব্যবহারের জন্য মোবাইল অ্যাকাউন্ট খুলতে/চালু রাখতে পারবেন?

এটি ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র পণ্য বা সেবা বিক্রেতাগণের জন্য একটি বিশেষ ধরনের অ্যাকাউন্ট। ব্যক্তির এনআইডি এবং ব্যবসার প্রমাণের বিপরীতে এ ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। ব্যক্তিগত রিটেইল এমএফএস হিসাবধারীগণ নিজ ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত সাধারণ মোবাইল অ্যাকাউন্ট খুলতে/চালু রাখতে পারবেন।

MFS অ্যাকাউন্ট এবং লেনদেন নিরাপদ রাখার পদ্ধতি কী?

MFS অ্যাকাউন্টে কি বিদেশ থেকে আসা রেমিটেন্সের অর্থ জমা করা যায়?

ব্যাংকের মাধ্যমে আসা রেমিটেন্সের অর্থ বাংলাদেশি টাকায় MFS অ্যাকাউন্টে জমা করা যায়।

একজন গ্রাহক MFS অ্যাকাউন্টে কত টাকা রাখতে পারেন ও লেনদেন করতে পারেন?

- দিনে সর্বোচ্চ ৫ বারে সর্বমোট ৩০,০০০ টাকা জমা ও ২৫,০০০ টাকা উত্তোলন
- মাসে সর্বোচ্চ ২৫ বারে সর্বমোট ২,০০,০০০ টাকা জমা ও ২০ বারে সর্বমোট ১৫০,০০০ টাকা উত্তোলন
- নিজ অ্যাকাউন্ট থেকে দিনে ২৫,০০০ ও মাসে সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা অন্য গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার
- নিজ অ্যাকাউন্টে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা ব্যালেন্স

এমএফএস সেবার ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ থাকলে গ্রাহক কোথায় যোগাযোগ করবে?

MFS সবার বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকলে গ্রাহক সেটা হটলাইনে ফোন করে/ইমেইল করে/অ্যাপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট MFS সেবাদানকারীকে অবহিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী দ্রুততম সময়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে। কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি না হলে গ্রাহক বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

ডিজিটাল আর্থিক সেবা পরিমণ্ডল

BACH কী?

BACH হচ্ছে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস, যেখানে দু-ধরনের আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়। একটি হলো বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS), যার মাধ্যমে ব্যাংকের চেক ক্লিয়ারিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অপরটি হলো বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN), যার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর গ্রাহক ইলেকট্রনিক উপায়ে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে টাকা লেনদেন করতে পারেন।

কী কী কারণে চেক ফেরত দেয়া হয়?

বিভিন্ন কারণে চেক ফেরত দেয়া হতে পারে, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ক) চেক ইস্যুকারীর অ্যাকাউন্টে অপর্যাপ্ত টাকা

(খ) কথায় ও অঙ্কে চেকের ভিন্নতা

(গ) আগাম (ভবিষ্যতের তারিখ যুক্ত) চেক/তারিখবিহীন চেক

(ঘ) মেয়াদোত্তীর্ণ চেক

(ঙ) চেক ইস্যুকারীর (অ্যাকাউন্টধারীর) স্বাক্ষর না মেলা

(চ) চেক ইস্যুকারী (অ্যাকাউন্টধারী) কর্তৃক চেক পরিশোধ স্থগিত করা হলে

(ছ) চেক ইস্যুকারীর অ্যাকাউন্ট বন্ধ/ব্লকড/সুপ্ত থাকা

(জ) চেকে মুদ্রিত/লিখিত নাম/হিসাব নম্বর/মূল্যমান/তারিখের ঘষামাজা ও পরিবর্তন করা

(ঝ) পরিশোধের অ্যাডভাইস না পাওয়া ইত্যাদি

Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN)

BEFTN কী?

BEFTN অর্থ বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে ব্যাংকের গ্রাহক ইলেকট্রনিক উপায়ে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে টাকা লেনদেন করতে পারেন।

ইএফটি-এর উপকারিতা/সুবিধাসমূহ কী?

ইএফটি লেনদেনের খরচ, সময় এবং সম্পদ সংরক্ষণকারী একটি দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী পদ্ধতি; যা বারবার অর্থ পরিশোধের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই পদ্ধতি পরিচালন ব্যয় ও ঝুঁকি হ্রাস করে সার্বিক পরিশোধ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

BEFTN এর মাধ্যমে কোন কোন ধরনের ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায়?

National Payment Switch Bangladesh (NPSB)

NPSB কী?

NPSB এর অর্থ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ। NPSB এর মাধ্যমে এক ব্যাংকের গ্রাহক অন্য ব্যাংকের ATM থেকে টাকা তুলতে পারেন; এক ব্যাংকের গ্রাহক অন্য ব্যাংকের POS টার্মিনালের মাধ্যমে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারেন; ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এক ব্যাংকের গ্রাহক নিজের অ্যাকাউন্ট/কার্ড থেকে অন্য গ্রাহকের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে টাকা পাঠাতে পারেন।

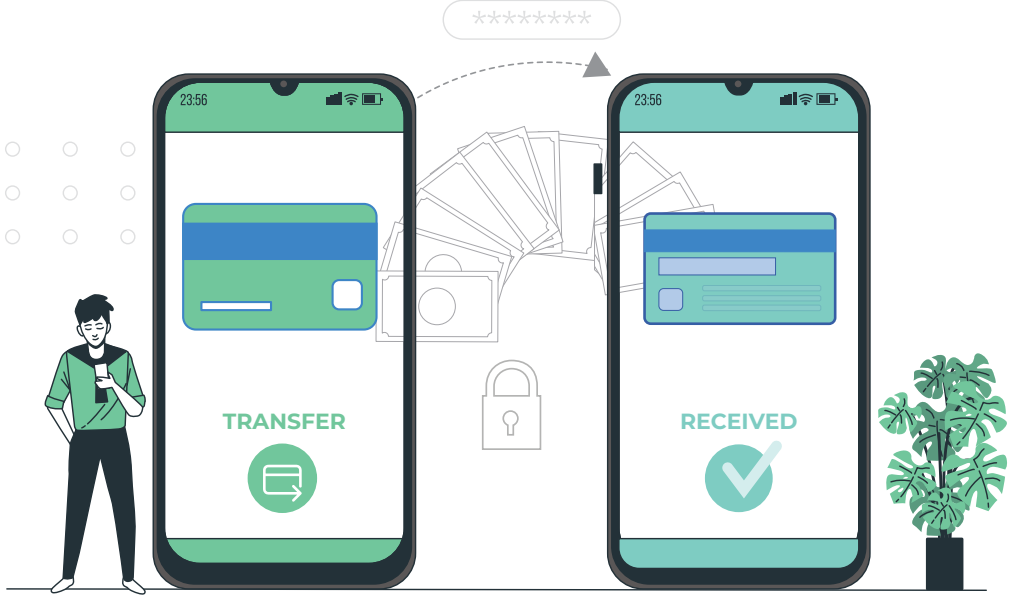

ইন্টার-অপারেবল POS কী?

POS মানে পয়েন্ট অব সেলস, যার মাধ্যমে ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের সাহায্যে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারে। NPSB এর সদস্য ব্যাংকের POS গুলো ইন্টার-অপারেবল, যেখানে এক ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যাংকের POS ছাড়াও অন্য ব্যাংকের POS এর মাধ্যমে পণ্য/সেবার মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

ইন্টার-অপারেবল ATM কী?

ATM মানে অটোমেটেড টেলার মেশিন, যেখানে ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ টাকা তুলতে পারেন। NPSB এর সদস্য ব্যাংকের ATM গুলো ইন্টার অপারেবল, যেখানে এক ব্যাংকের গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে নিজস্ব ব্যাংকের ATM ছাড়াও অন্য ব্যাংকের ATM হতে নগদ টাকা তুলতে; ব্যালেন্স অনুসন্ধান করতে এবং mini statement প্রিন্ট নিতে পারেন।

ATM-এ সর্বোচ্চ কত টাকা উঠানো যায়?

গ্রাহকের হিসাবের ধরণ অনুসারে বিভিন্ন ব্যাংকের ATM থেকে টাকা উঠানোর সীমা ভিন্ন। সাধারণত ATM থেকে প্রতি লেনদেনে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা এবং দিনে সর্বোচ্চ ৫টি লেনদেনে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত নগদ উঠানো যায়।

পেমেন্ট কার্ড কী?

পেমেন্ট কার্ড হচ্ছে একটি পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট যার মাধ্যমে কার্ডের মালিক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পণ্য/সেবা ক্রয় করতে পারেন। ATM/POS ব্যবহার করে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারেন এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টাকা ট্রান্সফার করতে পারেন।

পেমেন্ট কার্ড কত প্রকার ও কী কী?

বর্তমানে বাজারে ৩ ধরনের পেমেন্ট কার্ড রয়েছে। ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড এবং প্রিপেইড কার্ড।

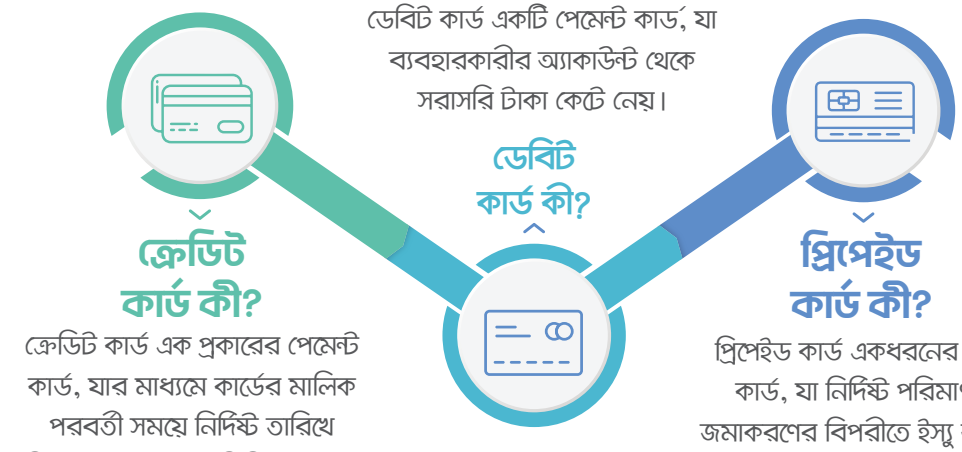

Payment Services Provider (PSP) and Payment System Operator (PSO)

ব্যাংক ও MFS ছাড়া আর কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিশোধ সেবা প্রদান করে?

ব্যাংক ও MFS ছাড়া আরও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিশোধ সেবা প্রদান করে থাকে।

১ Services Provider(PSP)

২ Payment System Operator (PSO)

PSO কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে?

PSO মানে পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর বা পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী। PSO প্রধানত Payment Gateway সার্ভিস প্রদান করে, যার সাহায্যে ই-কমার্স উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য/সেবা মূল্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে।

PSP কী? এটি কী ধরনের পরিশোধ সেবা প্রদান করে?

PSP মানে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার বা পরিশোধ সেবাদানকারী। এটা e-wallet সেবা নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট সেবাদানকারীর সাথে অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে গ্রাহক তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে e-wallet-এ টাকা এনে অনলাইন কেনাকাটা, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, টিউশন ফি পরিশোধ ইত্যাদি লেনদেন করতে পারেন।

কীভাবে PSP এবং PSO লাইসেন্স পাওয়া যায়?

প্রথম ধাপে PSP এবং PSO লাইসেন্স পেতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে তাদের ব্যবসায়িক ধারণাপত্র ও আনুষঙ্গিক দলিলপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগে জমা দিতে হয়। দাখিলকৃত কারিগরি ও ব্যবসায়িক দলিলপত্র পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক সন্তুষ্ট হলে তাদের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনাপত্তিপত্র (NOC) প্রদান করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো বাস্তবায়িত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়ে থাকে।

Real Time Gross Settlement (RTGS)

BD-RTGS সিস্টেম কী?

BD-RTGS সিস্টেম অর্থ বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেম। এটি অর্থ লেনদেনের সবচেয়ে দ্রুত ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা। এই লেনদেন ব্যবস্থায় (সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের মধ্যে) এক ব্যাংকের গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে সাথে সাথেই টাকা পাঠানো যায়।

BD-RTGS সিস্টেমে কী কী ব্যাংকিং সুবিধা আছে?

RTGS ব্যবস্থায় এক ব্যাংকের গ্রাহক অপর ব্যাংকের গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ পাঠাতে পারেন। পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ লেনদেন করতে পারেন। RTGS ব্যবস্থায় বর্তমানে কাস্টমস ডিউটির ই-পেমেন্ট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনলাইন ভ্যাট পেমেন্ট এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অটোমেটিক চালান সিস্টেম সংযুক্ত রয়েছে।

বর্তমানে কতগুলো ব্যাংক থেকে ইউ-জঞএঝ এর মাধ্যমে অর্থ লেনদেন সম্ভব?

বাংলাদেশে পরিচালিত ৫৯টি তফসিলী ব্যাংকের ১১,৫০০ শাখার মধ্যে ১০,৫১৯টি শাখা থেকে BD-RTGS এর মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা যায়।

BD-RTGS ব্যবস্থায় গ্রাহক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত টাকা লেনদেন করতে পারেন? এবং এ ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে সর্বোচ্চ চার্জ কত?

BD-RTGS ব্যবস্থায় গ্রাহক সর্বনিম্ন ১ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ যেকোনো অঙ্কের টাকা লেনদেন করতে পারেন। BD RTGS ব্যবস্থায় যিনি টাকা পাঠান, তাঁকে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা (ভ্যাট ট্যাক্সসহ) চার্জ করা হয়।

BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠানোর পদ্ধতি কী?

ব্যাংকের যে শাখায় গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সেটিতে BD-RTGS সুবিধা থাকলে গ্রাহক শাখায় গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারেন। কিছু ব্যাংক ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও অনলাইনে BD- RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠিয়ে থাকে।

BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে দেরি কিংবা ব্যর্থ হলে এর সমাধান কী?

BD-RTGS ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে দেরি/ব্যর্থ হলে গ্রাহক নিজের ব্যাংক/ব্যাংকের শাখায় অভিযোগ করবেন। এতে সমাধান পাওয়া না গেলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপকের ইমেইল gm.psd@bb.org.bd এ অভিযোগ জানাতে পারবেন।

অধ্যায় ৫

আর্থিক সেবাবিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তি ও ভোক্তার ক্ষমতায়ন

আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া

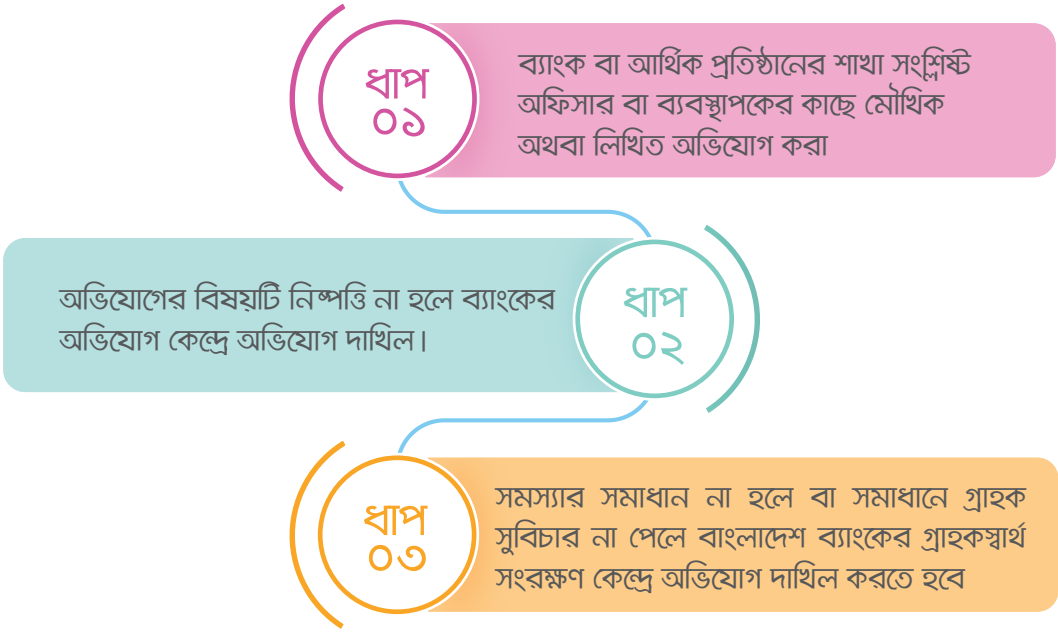

তফসিলি ব্যাংকের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহকস্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি কী কী?

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের হটলাইন নম্বর ১৬২৩৬ এ সরাসরি ডায়াল করে (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬ টা পর্যন্ত)

2. bb.cipe@bb.org.bd ঠিকানায় ইমেইল করে

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bb.org.bd এর অভিযোগ বক্সে

৪. BB Complaints নামীয় মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে অথবা

৫. পত্র মারফত নিম্ন ঠিকানায়:

মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ভোক্তার ক্ষমতায়ন

আর্থিক সেবা গ্রহণে নাগরিক সচেতনতা

১. প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কি না, যাচাই করে নিতে হবে

২. অতিরিক্ত মুনাফা/সুদের লোভে অনুমোদিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে আর্থিক লেনদেন না করা

৩. গোপন তথ্য যেমন- হিসাব নম্বর/স্থিতি, চেক বই, কার্ড নম্বর, পিন নম্বর, পাসওয়ার্ড/গোপন নম্বর অথবা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/মোবাইল/ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে পিন/গোপন নম্বর ইত্যাদি অন্য কাউকে দেয়া যাবে না

৪. কাউকে ফাঁকা (টাকার অ্যামাউন্ট না লিখে) চেক দেয়া যাবে না

৫. ভালোভাবে পড়ে, বুঝে ব্যাংকিং সংক্রান্ত যেকোনো দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে

৬. গ্যারান্টার বা জামিনদার হওয়ার পূর্বে শর্তাবলি/নিয়মাবলি সঠিকভাবে জেনে নিতে হবে

৭. ক্যাশ কাউন্টার ছাড়া ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে কোনো ধরনের লেনদেন করা যাবে না এবং কাউন্টার ত্যাগের পূর্বে প্রতিটি লেনদেনের রসিদ যথাযথভাবে বুঝে নিতে হবে

৮. অনলাইনে ব্যাংকিং সেবা নেয়া নিরাপদ ও সাশ্রয়ী

৯. বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি গ্রাহকের সাথে কোনো ধরনের ব্যাংকিং করে না। এ ধরনের কোনো প্রলোভনে প্ররোচিত হওয়া যাবে না

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ

১. হুন্ডি কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। অবৈধভাবে অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণ বা এ ধরনের কাজে সহায়তাকরণ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ

২. ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে রেমিটেন্স আনার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে সরকার ঘোষিত আকর্ষণীয় প্রণোদনা গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ও দেশের উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার সুযোগ আছে

৩. বৈদেশিক মুদ্রার অননুমোদিত ক্রয়-বিক্রয়, অনলাইন গেমিং ও ভার্চুয়াল মুদ্রার (বিটকয়েন, লিটকয়েন, নেমকয়েন, রিপল, ইথুরিয়াম, মোনেরো ইত্যাদি) অবৈধ লেনদেন থেকে বিরত থাকতে হবে

৪. ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ গোপন করার জন্য আর্থিক চ্যানেলে লেনদেন বা এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা করা মানি লন্ডারিং অপরাধ

৫. মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নসংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ থাকলে তা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে info.bfiu@bb.org.bd ইমেইল ঠিকানায় অবহিত করতে হবে

৬. উল্লিখিত বেআইনি কর্মকাণ্ড এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ উল্লেখিত অপরাধসমূহ সংঘটন বা সংঘটনে সহযোগিতার জন্য মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী অর্থদণ্ডসহ সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদণ্ড এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ও মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে

৭. ঘুষ, দুর্নীতি, মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সকল আর্থিক অপরাধ প্রতিহত করে অপরাধমুক্ত দেশ গড়তে সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে